advertisement

ছাত্রদলের সংকট সমাধান ঈদের পর কাউন্সিল

৬ আগস্ট ২০১৯ ০১:৪১
আপডেট: ৬ আগস্ট ২০১৯ ০১:৪১

নতুন কমিটি গঠন কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে সংকট অবশেষে সমাধান হয়েছে। চলতি সপ্তাহে প্রত্যাহার হবে ১২ নেতার বহিষ্কারাদেশ। ক্ষুব্ধ নেতাদের যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলে যথাযথ মূল্যায়নের আশ্বাস দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। পাশাপাশি ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে গঠিত নির্বাচন পরিচালনা, বাছাই ও আপিল কমিটিতেও ক্ষুব্ধ নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। ঈদুল আজহার পর যে কোনো একদিন নির্ধারণ করা হবে কাউন্সিল। যদিও তা গত ১৫ জুলাই হওয়ার কথা ছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে গতকাল সোমবার রাতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘ বৈঠক হয়। লন্ডন থেকে স্কাইপির মাধ্যমে বৈঠকে যুক্ত ছিলেন তিনি। এ বৈঠকের মধ্য দিয়েই মূলত ছাত্রদলের সংকট সমাধান হলো। তারেক রহমানের যে কোনো সিদ্ধান্ত মানার অঙ্গীকার করেছেন বিলুপ্ত কমিটির ছাত্রনেতারা। ছাত্রদলের সমস্যা সমাধানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বরচন্দ্র রায় এবং যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে। মূলত তারাই দফায় দফায় ক্ষুব্ধ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে সংকট সমাধানের নেপথ্যে কাজ করেন। তাদের সহযোগিতা করেন সাবেক ছাত্রদল নেতা সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আমিরুল ইসলাম খান আলীম,

হাবিবুর রশিদ হাবিব, তাইফুল ইসলাম টিপু, বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ, নিপুণ রায় চৌধুরী, আবদুল মতিন।

জানতে চাইলে গয়েশ্বরচন্দ্র রায় বলেন, ‘সন্তান ভুল করলে তাৎক্ষণিক শাসনও বাবা করেন, পরোক্ষণে ক্ষমাও করেন বাবা। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদলের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে।’ ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি ইখতিয়ার রহমান কবির বলেন, ‘আমাদের আর কোনো ক্ষোভ নেই। রাজনৈতিকভাবে ভাইয়া (তারেক রহমান) আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি আমাদের ছাত্রদলের কাউন্সিলে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেভাবে চাইবেন সেভাবেই আমরা সহযোগিতা করব। তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, তাকে কথা দিয়েছি।’

বৈঠক সূত্র জানায়, ছাত্রদলের সাবেক নেতারা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বক্তব্য দেন। তাদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। বিগত দিনে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রণকারী কথিত সিন্ডিকেট নিয়েও নিজেদের তিক্ততার কথা তুলে ধরেন তারা। প্রায় ২০ জনের মতো নেতা তাদের বক্তব্যে স্বল্পকালীন আহ্বায়ক কমিটি গঠনের দাবি করেন। তারা বলেন, দলের সিদ্ধান্ত মেনে ছাত্রদলের কাউন্সিল পর্যন্ত এ কমিটি চান। তাদের নেতৃত্বে কাউন্সিল শেষে এ সংগঠন থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেওয়ার কথাও বলেন ক্ষুব্ধ নেতারা।

advertisement

ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের জন্য তারেক রহমান দ্রুত কাউন্সিল করার আগ্রহ জানালে ছাত্রনেতারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলে জানান। এ সময় সব ছাত্রনেতা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের যে কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন। ছাত্রদলের সাবেক এক সহসভাপতি জানান, বৈঠকে বিগত এক যুগের নির্যাতনের কথা তুলে ধরে ছাত্রনেতারা বলেছেনÑ তারা দলের হয়ে কাজ করতে চান। সাময়িক সময়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য তারেক রহমানের কাছে তারা ক্ষমাও চান। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছেন।

বৈঠকে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুসহ ক্ষুব্ধ নেতাদের মধ্যে ইখতিয়ার রহমান কবির, মামুন বিল্লাহ, জহিরউদ্দিন তুহিন, জয়দেব জয়, বায়েজিদ আরেফিন, দবিরউদ্দিন তুষার, আজিজ পাটোয়ারীসহ আরও ৪০ জনের মতো ছাত্রনেতা উপস্থিত ছিলেন।